যে-আঁধার আলোর অধিক

যে-আঁধার আলোর অধিক * বুদ্ধদেব বসু

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

সূচিপত্র

রচনাকাল : ১৯৫৪-১৯৫৮

স্মৃতির প্রতি : ১

তোমাকেই দেবী ব'লে মানি। কিছু নেই, যা তোমার নয়।
তা-ই তো তোমার ঘুম, যাকে বলি আরম্ভ, কারণ ;
চলে সে গোপনে, তার দিগন্তেও নেই জাগরণ ;
কিন্তু যদি আধেক তাকিয়ে তুমি পাশ ফেরো, ফুটে ওঠে ফুলের বিস্ময়,

পৃথিবীর মাটিরে মদির ক'রে চুমো খায় উজ্জ্বল আঙুর।
তাই পট শূন্য প'ড়ে থাকে, পাথর নিঃসাড়, বীণা
শুধু বিসংবাদী, যতক্ষণ, তটের উদ্বেল ঢেউ পেরিয়ে, তুমি না
শেখাও সাগর-যাত্রা, যুযুধান রাত্রি আর দিনের বন্ধুর

পথ পিছে ফেলে, নিয়ে যাও ত্রিকালের শান্ত সমতলে,
দূর থেকে আরো দূরে, জন্মান্তরে, প্রাগৈতিহাসিক
নীলিমায়—যেখানে, মাতার গর্ভে, নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলে

মানবের ভাগ্য আর অফুরান ঐশ্বর্য তোমার।
আঁধার তোমার স্বত্ব, কিন্তু তা-ই আলোর অধিক ;
তুমি যা অলস হাতে ফেলে দাও, কানাকড়ি মূল্য নেই তার।

স্মৃতির প্রতি : ২

'গাছ', 'ফুল', 'পুকুর', 'মেঘলা দিন'—এরা শুধু গণিতের কঠিন সংকেত
হ'য়ে প'ড়ে থাকে : তারপর তুমি দাও পর্দা তুলে ; চেয়ে দেখি, দৃষ্টিও তোমার
গা বেয়ে আঙুরলতা বেড়ে ওঠে, হঠাৎ হলুদ ফুলে দিগন্তের খেত
আকাশ রাঙিয়ে দেয়। এইভাবে, পৃথিবী, নক্ষত্র, সব করি অধিকার।

যুদ্ধ বাধে, গৃহী ধায় দেশান্তরে, সমুদ্রের তীরে-তীরে ভ্রাম্যমাণ ;
মুহূর্তে হারিয়ে যায় চিঠি, ছবি, পাণ্ডুলিপি, শীতল ভাণ্ডার ;
কিন্তু তবু তোমাকে সে হারাবে না, ধ্রুবতারা তোমার নিশান
কখনো যাবে না অস্ত দিগন্তরে ; সে-ই সব সঞ্চয়ের অন্তঃসার।

ঋজু পথে আমাদের চলা। পিঁপড়ের কর্মঠ মিছিল
ব'য়ে চলে প্রকাণ্ড পোকার শব, শৈশব, যৌবন পার হ'য়ে ;
এমনকি যুগ থেকে যুগান্তরে টেনে নেয় নথিপত্র, স্বাক্ষর, দলিল ;

তাই ক্রমে বুড়ো হ'য়ে ঝ'রে পড়ে মানবের অগণ্য সন্ততি।
কিন্তু কেউ ফিরে যেতে চায় যদি, তার পথ তোমারই হৃদয়ে—
কেননা কেবল তুমি জানো সেই সূক্ষ্ম, বাঁকা, চেষ্টাহীন গতি।

স্মৃতির প্রতি : ৩

আমাদের পরিবর্তনের
অর্থ : এই দেহ ম্রিয়মাণ ;
দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান
তাও শুধু পিতৃহননের

নান্দীপাঠে ফাল্গুন ফুরায়।
কৈশোরের মঞ্জুল মুখোশ
ঢেকে রাখে জরার আক্রোশ ;
প্রগতির দৃপ্ত পাহারায়

অবিরাম চলে অধঃপাত।
বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত
চিরকাল মূর্ছার কন্দরে

রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন—
রূপান্তর থেকে রূপান্তরে—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন।

সমুদ্রের প্রতি—জাহাজ থেকে

আমিও তোমার মতো নিঃসন্তান হয়েছি এখন।
তীর নেই, শস্য নেই, নেই পল্লী, কুটির, কানন।
শুধু ঢেউ, চঞ্চলতা ; ফুলে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস, আর
সকল দিগন্ত জুড়ে ক্ষমাহীন ক্ষুধার বিস্তার।
যেন কোন জন্মান্তরে চিরন্তনী পরান-প্রিয়ারে
পেয়েছিলে ঈশ্বরের হাত থেকে এই অঙ্গীকারে,
'যাকে ভালোবাসো তাকে ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হবে।'
তাই আর শান্তি নেই। তাই চাপা-কান্নার তাণ্ডবে
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে উতরোল প্রতিবাদ। তাই হাহাকার,
তুফান, তুষার-শিলা, ডুবে-মরা নাবিকের হাড়,
হাঙরের দাঁতে-ছেঁড়া যন্ত্রণার অব্যক্ত চীৎকার—
এই সব ছেয়ে আছে তিক্ত নীল রক্তের লবণ।

আমিও তোমারই মতো সর্বস্বান্ত হয়েছি এখন।

আবির্ভাব

তারপর এলো দেবদূত। বই প'ড়ে, গল্প শুনে যেমন ভেবেছি,
কিছু নয় তার মতো। নয় লাল তলোয়ারে আঁকা,
আগুনের পাখা নেই, নেই কোনো অলৌকিক অলংকার।

মনে হ'লো উষ্ণ, ছোটো, বাদামি, নরম এক পাখি
বছরের ঢেউয়ের ঝাপসা ফেনা পার হ'য়ে এলো,
বুকে তার কিশোর-কান্নার দাগ হেমন্তে হলুদ,
অথচ ঠোঁটের ফাঁকে নীড়ের প্রথম তৃণ, বসন্তের ভার।

অসীম নির্ভরে ভরা ছোট্ট মুঠোর মতো পাখি।

আমি ছিনু শুকনো ডাঙায় প'ড়ে। যেখানে নির্জনে
পাথর, আবর্জনা, মরা মাছ, শ্যাওলা, শামুক
কখনো দেয় না সাড়া জাহাজের সুদূর ধোঁয়ায়,
সেখানেই পালকের স্পর্শ তার চুম্বনের মতো।
আমার কঠিন মৃত্যু হ'লো তার বিশ্রামের দ্বীপ।

—কিন্তু কেন? বিচ্ছেদের অবসান হবে ব'লে?
নির্বাসন ভেঙে যাবে ঘরে-ফেরা মুখর হাওয়ায়?
ও-কথা তারাই ভাবে যারা ভালোবাসেনি এখনো।
তার পথ অন্তহীন, যাত্রা তার যুগে-যুগান্তরে,
তাই যাকে দেখা দেয় তার কিছু থাকে না তো আর—
কেবল তৃষ্ণার তাপে কবরের মাটি ফাটে।
সেই তো উদ্ধার।

সমর্পণ

নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে,
জোয়ার এলো জলে ;
লুকিয়ে-রাখা আশার মতো
বাঁশের ফাঁকে ইতস্তত
একটি-দুটি ম্লান জোনাক
ক্বচিৎ নেবে, জ্বলে।
আকাশ ভরা মেঘের ভারে
বিদ্যুতের ব্যথা
গুমরে উঠে জানায় শুধু
অবোধ আকুলতা।
আকারহীন, হিংস্র, খল,
অনিশ্চিত ফেনিল জল
মিলিয়ে গেলো অদৃষ্টের
মৌন ইশারাতে ;—
তোমায় আমি রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

তাকিয়ে-থাকা একটি দীপ
জ্বলছে ছোটো ঘরে,
একটি হাত এলিয়ে আছে
কম্পমান বুকের কাছে
ছিন্ন-স্মৃতি-শেলাই-করা
শীতল কাঁথার 'পরে।
মনে পড়ার ইন্দ্রজালে
ঝাপসা হ'লো দ্বার,
আমার হাতে লাফিয়ে ওঠে
তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

সুদূর কালে হারিয়ে-যাওয়া
দেশান্তরী উঠলো হাওয়া ;—
ছেলেবেলার গন্ধভরা
অন্ধকার রাতে
আমার প্রেম রেখে এলেম
ঈশ্বরের হাতে।

পালের ভাঁজে ভবিষ্যের
গর্ভ ওঠে ফুলে,
অনাগতের রুদ্ধ চাপে
পাটাতনের পাঁজর কাঁপে,
ত্রস্ত মাছের অস্থিরতায়
গলুই ওঠে দুলে।
কঠিন হাতে নাবিক ধরে
আকাঙ্ক্ষার হাল,
কপট স্রোতে ভাসে আমার
মৃতদেহের ছাল।
হৃদয়-তলে দাঁড়ের টানে
অমর নাম প্রলয় আনে
ঢেউয়ের আর দিগন্তের
মাতাল সংঘাতে ;—
আমার প্রাণ রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

উল্টো দিকে ছুটলো আমার
আঁধার আরাধনা ;
অসীম নীল ঘুমের 'পরে
যন্ত্রণায় জড়িয়ে ধরে
মুক্তিহীন জাগরণের
মূর্খ প্রতারণা।

তবুও আছে একটি ঘর
কুঞ্জলতায় ঘেরা,
দাওয়ায় ব'সে জটলা করে
পূর্বপুরুষেরা।
তাঁদের মৃদু কানাকানি
পড়ুক ঝ'রে সাবধানী
হাজার ভয়, সংশয়ের
অন্ধ অজানাতে ;-
আমি তোমায় রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

যাওয়া-আসা

আবার আমায় ফিরতে হবে তোমার কাছে,
প্রিয়তমা ;
নয়তো আমার মরণ-বেলার কেমন ক'রে
হবে ক্ষমা।
কোথায় আমি চলেছি আজ বাঁকা পথে
ঘুরে-ঘুরে,
অস্ত-রবির অশ্রু-জ্বলা আকাশ থেকে
অনেক দূরে।
এগিয়ে আসে অন্ধকার, দ্বন্দ্বে ঘেরা,
পিছনে ধায় আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গেরা,
সকল দিকে হাওয়ার বেগে বিশ্বময়
পরিক্রমা
বলে, আমায় ফিরতে হবে তোমার কাছে,
প্রিয়তমা।

অনেক ঢেউয়ের নোনায় ধরা ঝাপট-খাওয়া
নৌকো আমার
আলিঙ্গনের আবেগ-ভরা পাগল জলে
ভাসলো এবার।
স্রোতের টানে অন্তহীন স্মৃতির গান
কলস্বরে
ছড়িয়ে যায় ঝাপসা-নীল কৈশোরের
দিগন্তরে।
সেথায় কোন মায়ার চোখ ছলোছলো
সান্ত্বনার প্রান্ত মোর ছুঁয়েছিলো,

সেই জলে না-ডুবলে পরে কোনোখানেই
পৌঁছবো না ;—
তোমার কাছেই আবার আমায় ফিরতে হবে,
প্রিয়তমা।

দূরকে আমি ছুঁয়ে আছি অকূল জলের
কণায়-কণায়,
বিরামহীন তরল তান চিরকালের
মন্ত্র শোনায়।
বুঝি না তার কঠিন দয়া, কী নিষ্ঠুর
ভালোবাসা,
কেবল এই স্বপ্ন-রাতে এক হ'য়ে যায়
যাওয়া, আসা।
দেখেছি এক সাগর-তটে ইন্দ্রধনু
দহনহীন আগুন দিয়ে সাজায় তনু,
জেনেছি তার আলোয় ভরা শান্তি কোথায়
রইলো জমা ;—
আবার আমায় ডুবতে হবে তোমার গাঙে,
প্রিয়তমা।

বহুমুখী প্রতিভা

অনেকেরে ভালোবেসে অবশেষে সুন্দর বিকেলে
ভাখে, যারা সাবলীল প্রার্থিনীর মতো হেসে-খেলে
মিনিটের কাঁটা থেকে বুক পেতে বাঁচিয়েছে তারে,
সেই সব প্রেয়সীরা পরিশ্রমসাপেক্ষ পাহাড়ে
একে-একে প'ড়ে যায়, বিদায় না-ব'লে, অকস্মাৎ।
উলূপী দেয় না সাড়া, সুভদ্রা উৎসুক নয় আর,
কোথাও মেলে না খোঁজ, এমনকি, চিত্রাঙ্গদার
লেলিহান যৌবনের। মাঝে-মাঝে, সময়ের দূর
প্রান্ত থেকে, ঝাপসা ঘুমে যেন, হাজার-পাপড়ি-জ্বলা মণিপুর,
দ্বারকার অশ্ববেগ, সপ্রতিভ গতির প্রখর
হাওয়া, স্বতঃপ্রভ মাছের আগুনে স্নিগ্ধ গভীর বাসর
ভেসে উঠে ডুবে যায়, কিছুই না-দিয়ে, অকস্মাৎ।
এর চেয়ে ভালো কি হ'তো না, যদি শান্ত অপ্রয়াসে—
যে তাকে বঞ্চনা করে, অথচ গোপনে ভালোবাসে—
অসতী, অনিশ্চিত সেই পাঞ্চালীর অনুধ্যানে
খুঁজে নিতো একান্তেই অবিকল বিচিত্রের মানে।
তাহ'লে অন্তত এই সুন্দর বিকেলে, ইতস্তত
ধাবমান, বান্ধববহুল, ত্রস্ত শশকের মতো
ছিন্নভিন্ন হ'তো না সে, আশ্রয় না-পেয়ে, অকস্মাৎ।

শিল্পীর উত্তর

আমি কে, তা মনে রেখো। সহজেই লক্ষ্যবেধ ক'রে,
না-বুঝে, প্রথম বার, তারপর থেকে সহজেরে
অসহ্য আত্মীয় জেনে কেবল খুঁজেছি ঘুরে-ফিরে
মায়াবনবিহারিণী নিমিত্তচেতন হরিণীরে।
দেয় না সে আশ্রয়, প্রমিতি, প্রজ্ঞা ; তাই তো আমার
পৌঁছবার তৃপ্তি নেই, আছে নিত্য-আরব্ধ যাত্রার
আবর্তন ; তাই আমি বনবাসে, নির্বাসনে, ছদ্মবেশে
ঘুরেছি দ্বাদশ দ্বীপ ইন্দ্র, হর, বরুণের দেশে ;
করেছি অবগাহন সব তীর্থে ; কামনার সান্দ্র আবেদনে
জ্বলেছি সম্মত ধূপ হাজার শয্যায়, মনে-মনে
দ্রৌপদীকে দুর্বল জেনেও। যুদ্ধে হয়েছি অজেয়
নির্বিবেকে পক্ষপাত মেনে নিয়ে, যার যূপে প্রথম কৌন্তেয়
বধ্য হ'লো, একলব্য বিকলাঙ্গ ; আর, যদিও সত্তায়
ক্ষাত্রধর্ম বদ্ধমূল, অস্ত্র ফেলে, অমল ব্যথায়—
সময়সংকটে যবে অপ্রকৃতি উপচীয়মান—
শুনেছি অমৃতকণ্ঠে প্রতিপন্ন নিয়মের গান।
সব সত্য।—কিন্তু সেই প্রতারক, সমর্থ, সজ্ঞান,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি বেছে নেন উত্তরচরিতে
তুচ্ছ ব্যাধের তীর, তবে আর কোন গুপ্ত ঋতে
গাণ্ডীবের অবিচ্ছেদ ব্যবসায়ে পূর্ণ থাকে তূণ ?
সারথি নিস্পৃহ যবে, সেইক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।

কবি : তরুণ ও প্রৌঢ়

তার পরে কী হ'লো, তা বলেননি হান্স আণ্ডেরসেন।
এপ্রিলে, বরফ-গলা, আলো-জ্বলা পুণ্য সরোবরে
জন্ম নিলো, নির্মোক মোচন ক'রে যে-তরুণতম,
সে কি প্রীত চন্দনের প্রথম ফোঁটার পরে, হৃষ্টমন,
মেদমান, আত্মপ্রসাদের বশে পাখনা ঝরিয়ে,
ফের হ'লো আরো বেশি পুকুর-পাড়ের পাতিহাঁস ?
না কি হ'লো আরো সে সুন্দর, যত মরন্তের বেলা
প'ড়ে এলো, আরো ঊর্ধ্বে, স্বচ্ছতর নীলিমার
আলোয় সাঁতার কেটে, সূর্যাস্তের সোনার প্লাবনে
ডুবিয়ে অমর গলা গেয়ে গেলো মরাল-সংগীত ?
···জানি না, জানে না কেউ। শুধু জানি, লাবণ্যের হ্রদ
যদিও থাকে না শূন্য কোনো শীতে, তবু ছেলেমেয়েদের দল
রুটির টুকরো হাতে নূতনতরের প্রত্যাশায়
প্রত্যহ দাঁড়িয়ে থাকে, ঘুম ভেঙে, আবার এপ্রিলে।

কবি : লোকের চোখে, আর-
হয়তো—তার নিজের

যেহেতু সে ভালোবেসে শুধু
বিনিময়ে পেলো অবিরল
বিচ্ছেদের পারিশ্রমিক,
তাই অন্য যে-কোনো প্রবল
ব্যবসার অধ্যবসায়ে
লিখে গেলো সহস্রাধিক
চম্পূ, গাথা, উদ্ভটকবিতা,
উপরন্তু বিংশতি নাটক--
ভ'রে দিলো গোপন শূন্যতা,
বিপ্রলব্ধ, অপ্রাসঙ্গিক
জীবনের দিন, দণ্ড, পল :
তারপর, দু-চারি শতক
গত হ'লে, যে-কালের ভার
ছিলো তার ছুঁড়ে-ফেলে-দেয়া
রজকসাপেক্ষ পরিধান,
তারই কোনো ভাঁজ খুলে, ধীরে
দেখা দিলো, নক্ষত্রের মতো,
ইতিহাসবিচ্যুত অনলে
আপনাতে আপাতসার্থক—
মরত্বের শেষ পরিণাম—
তার নাম, শুধু তার নাম।

কবিতার জন্য

...till all my priceless things
Are but a post the passing dogs defile.

W. B. YEATS

'ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা ভ্রমণকাহিনী,
কিছুই না থাকে যদি এই ক্ষণে, তাহ'লে নিদেন
একটি কবিতা দিন, তারও আছে পারিশ্রমিক—'
এই ব'লে নম্র হেসে সম্পাদক বিদায় নিলেন।
উত্তরে যে-কথা যোগ্য, উপস্থিত জানাতে পারিনি ;
লিখে রাখি এইখানে : আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল বণিক
কোনোখানে আছে, এই কল্পনার প্রগল্‌ভতায়
অনেক বন্দরে ঘুরে, অপরাহ্ণে অনুকূল ক্ষণে
বিবেকের পরামর্শে পেয়েছি সুন্দর সমাধান।
হৃদয়ের রত্নগুলি—সহনীয় সলজ্জতায়—
ফেলে যাবো রাজপথে দূরত্বের ধূসর নিশান ;
পথে-চলা কুকুরের প্রস্রাবের নগদ সম্মান
গায়ে মেখে, অবান্তর রৌদ্রে, জলে, শৈবালে, কর্দমে
ধার ক্ষ'য়ে, ভেঙে-ভেঙে, ব্যবহার্য হবে ক্রমে-ক্রমে।

দায়িত্বের ভার

কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।
লেখা, পড়া, প্রুফ পড়া, চিঠি লেখা, কথোপকথন,
যা-কিছু ভুলিয়ে রাখে, আপাতত, প্রত্যহের ভার—
সব যেন, বৃহদরণ্যের মতো তর্কপরায়ণ
হ'য়ে আছে বিকল্পকুটিল এক চতুর পাহাড়।
সেই যুদ্ধে বার-বার হেরে গিয়ে, ম'রে গিয়ে, মন
যখন বলেছে, শুধু দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা তার
সবচেয়ে নির্বাচিত, প্রার্থনীয়, কেননা তা ছাড়া আর
কিছু নেই শান্ত, স্নিগ্ধ, অবিচল প্রীতিপরায়ণ—
আমি তাকে তখন বিশ্বস্ত ভেবে কোনো-এক দীপ্ত প্রেমিকার
আলিঙ্গনে সত্তার সারাৎসার ক'রে সমর্পণ—
দেখেছি দাঁড়িয়ে দূরে, যদিও সে উদার উদ্ধার
লুপ্ত ক'রে দিলো ভাবা, লেখা, পড়া, কথোপকথন,
তবু প্রেম, প্রেমিকেরে ঈর্ষা ক'রে, নিয়ে এলো ক্রূর বরপণ—
দুরূহ, নূতনতর, ক্ষমাহীন দায়িত্বের ভার।
কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর।

অর্জুনের প্রতি—কোনো নামহীনা

অন্যেরা, যেহেতু তুমি বীর পার্থ, তোমার কীর্তির
উপার্জনে গণ্য হ'য়ে সার্থক মেনেছে আপনারে।
সন্তান চেয়েছে ওরা, বিশ্রুতির মাতার সম্মান ;
তার মুখ দেখা হ'লে প্রাকৃতিক সপ্রতিভতায়
নিশ্চিন্তে মিলিয়ে গেছে আবহমানের অন্তরালে।
মাঝে-মাঝে অপভ্রংশ প্রণয়ের অবসরে তুমি
পঞ্চমাংশে সমাপন্ন সামাজিক পতি হ'য়ে ছিলে,
আর ছিলে সেই কূট পুরুষের আশ্রয়ে অজয়
লোকেরা বিকল্পে যাকে দ্রৌপদীর সখা ব'লে থাকে।
এই ব্যর্থ, জ্যোতিষ্মান ইতিহাসে শুধু একজন
সধূম শোণিত নিয়ে জ'লে গেছে তোমার তৃষ্ণায়,
জেনেছে তোমাকে তার অনলের পর্যাপ্ত খাণ্ডব—
অন্য কোনো পরিণামসূত্রে নয়, তুমি—তুমি—তাই, শুধু তাই।
নামহীনা, পুত্রহীনা, চিহ্নহীন, প্রমাণবিহীন
তার কথা বেদব্যাস যদিও হেলায় ভুলেছেন,
আমি জানি, প্রস্থানের অন্ধকারে প'ড়ে যেতে-যেতে
তুমি, বিশ্বজয়ী বীর, চেয়েছিলে আরো একবার
অনাবিল, অসমাপ্ত, ব্যক্তিগত সেই আলিঙ্গন।

কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যুর স্মরণে

তিলে-তিলে নির্বাপণের
হ'লো না সে নিস্তেল আধার,
ঠাণ্ডা ভোরে পাণ্ডুর পেয়ালা।
বিনিময়ে, অনেক যুদ্ধের
উপহৃত আশ্চর্য খেয়ালে
স্বেচ্ছাচারী সম্রাট যেমন
উন্মুখর, লক্ষদীপজ্বালা
উৎসবেরে অলক্ষ্য সংকেতে
ক'রে দেয় অন্ধ, অন্ধকার—
ছিন্ন তার, স্তব্ধ সব গান—
সেইমতো, নির্ভীক, সক্ষম,
অলজ্জিত, দৃপ্ত, অবিকল,
অমাত্যের প্রশ্নের অতীত,
অকস্মাৎ তার অন্তর্ধান।

কোনো কুকুরের প্রতি

আমাকে দিয়ো না দৃষ্টি। বিচ্ছেদে ভ'রে আছে মন।
যত গাঁথি মালা, তত স'রে যায় দূর আর কাছে।
বহুদিন-প্রতিশ্রুত আজ আর কালের চুম্বন
অবশেষে ঠেকে যায় স্বচ্ছ এক ক্ষমাহীন কাচে।

বরং, কখনো যারা কাগজের নৌকোয় চ'ড়ে
দেয়নি সাগর-পাড়ি, বেছে নাও তাদেরই কাউকে ;
পাবে বাড়ি, মাংস-ভাত ; গন্ধের অন্ধকারে ঢুকে
ঘুমোবে, দুপুরবেলা, মেয়েদের হাতের আদরে।

যাবে না ? তবে কি ভাবো সমানুকম্পনে
উঠবো হঠাৎ বেজে আমি এক অদ্ভুত বাঁশরি,
এঁকে দেবো তোমার হরিণ-চোখে স্মরণের ছবি ?

...কেবল অর্ধেক ঠিক। জানি আমি, স্বর্গের অপ্সরী
তুমি, শাপভ্রষ্ট। কিন্তু সেই শাপের মোচনে
আমার আসেনি ডাক। এখনও যথেষ্ট নই কবি।

নির্বাসন

তোমার নরম হাত কিছুতেই ছাড়াতে পারি না।
এত ছোটো, এমন দূরত্বে ভরা, অথচ কেমনে
ছড়ায় ফুলের রেণু, স্পর্শময়, এই নির্বাসনে,
ব'য়ে যায় তৃষ্ণার পাথর ফেটে আঁধার ঝরনা—

অরণ্যে, হারিয়ে পথ, চোখে যাকে দ্যাখে না পথিক,
কানে শোনে প্লাবন, চুম্বন, অবিরাম। বুঝিনি এমন হবে
বিরাট পরিশ্রম শেষ হ'লে। বহু কষ্টে, গতানুগতিক
গ্রামের আমের বন পার হ'য়ে, হিমেল গৌরবে

অবরোধ গড়েছি আকাশ ছুঁয়ে ; টাক-পড়া পিছল দেয়াল,
সাতপল্লা কাঁটাতার, ভাঙা কাচ বিলোল দাঁতের মতো ;—
ভয় নেই, ক্ষমা নেই, নেই কোনো ঋতুর করুণা।

কিন্তু এই দুর্গ আজো টিঁকে আছে, না-ব'লে, অনবরত
তুমি তাকে ছুঁয়ে আছো ব'লে। নির্মাণের অসীম জঞ্জাল
তোমারই অভাব দিয়ে ভরা। তাকে ছাড়াতে পারি না।

রাত তিনটের সনেট : ১

শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায়
নরম, আচ্ছন্ন আলো ; হলদে-ম্লান বইয়ের পাতার
লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার ;
অথবা অত্বর চিঠি, মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায়

দূরের বন্ধুকে লেখা। যীশু কি পরোপকারী
ছিলেন, তোমরা ভাবো? না কি বুদ্ধ কোনো সমিতির
মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির
মোহগ্রস্ত সভাপতি? উদ্ধারের স্বত্বাধিকারী

ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগঝম্প, চামর, পাহারা
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া।
তাই বলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে ;

হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।
যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।

রাত তিনটের সনেট : ২

এ নয় তোমার জন্য। শুধু বই আজও আছে খোলা।
যারা হাসে, মন্ত্র পড়ে, টুংটাং চায়ের টেবিলে,
তারাই, শোবার আগে, পড়শির আলো নিবে গেলে,
হ'য়ে যায় ভাঁড়ার-ঘরের ব্যস্ত ইঁদুর, আরশোলা ;

যুদ্ধ করে, খুঁটে খায় ; নিমন্ত্রণে অভ্যর্থনার
অস্তিত্ব না-জেনে শুধু উচ্ছিষ্টেরে ভাবে ইতিহাস।
এ নয় তোমার জন্য। ফুল, ফল, ঋতু, বারো মাস
ঘুরে-ঘুরে যা বলে তা শিখে নাও। ঠিকানা রেখো না আর

কোনোখানে ;—বাষ্পলীন, ধবল, সরল ডিসেম্বরে
বিস্মৃত, চক্রান্তকারী, নিরুদ্দেশ বসন্তের মতো
যাও দূরে, দেশান্তরে, সাগরের শেষ দ্বীপান্তরে ;

অনামী, অসাবধান, চেষ্টাহীন, অপ্রতিহত,
নতুন ভাষায়, শোনো, নক্ষত্রের দীপ্ত মদিরায়
চরাচর, চিরকাল নিস্বনিত তোমার শিরায়।

স্বর

ঠোঁট নড়া দেখেছি প্রথমে। বেহালায় পড়েনি প্রথম টান,
যবনিকা আলোয় শিউরে ওঠে। জয়ের উল্লাসে
টুকরো এক দিগন্ত রটিয়ে দেয় সকল আকাশে,
মুহূর্তে-মুহূর্তে আরো লাল হ'য়ে, চুম্বনের চঞ্চল পুরাণ—

অর্থাৎ, নতুন দিন, হঠাৎ যৌবন ফিরে পাওয়া।
তারপর কণ্ঠস্বর। কান, প্রাণ, বীজের ভাণ্ডার
ভ'রে যায় মিনারে, মন্দিরে, যেন গভীর ঘণ্টার
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি ছিনিয়ে, দূতের মতো হাওয়া

সিক্ত করে স্মৃতির স্তনের বৃন্ত—দুধের ফোঁটায়।
কিছু না, কেবল হাওয়া ; কম্পন, ভঙ্গুর ঢেউ, অথবা প্রমাণহীন
মনের শিশুর কান্না ঠেলে ওঠে ঘুমের বোঁটায়।

জানে, সে অপরাজেয়। কিন্তু, হে দম্পতি, যারা আজ
সিল্কের লেপের তলে নাগরিক আলিঙ্গনে লীন—
জানো কি, বন্দর ছেড়ে এইমাত্র চ'লে গেলো সে কোন জাহাজ ?

মরুপথ

যতক্ষণ ফেরার উপায় ছিলো, কিছুই বোঝেনি।
তারপর চেয়ে ত্মাখে, শুধু বালি ; দিগন্তের নেই অন্তরাল ;
মাকড়শা, কাঁটার ঝোপ, দু-একটা উটের কঙ্কাল ;
ভাষার পল্লীরে ঘিরে আকাশের বিরাট বন্ধনী

ক্রমশ, ধর্ষণে, সব ভাবনাকে ভস্মে পরিণত
ক'রে দিয়ে স্থির হয়। রৌদ্র নেয় রান্না ক'রে তার
মাংস, মেদ, যেন তাকে জন্ম দেবে পাতালে আবার ;
আর তার তৃষ্ণা চলে পিছে-পিছে, একপাল কুকুরের মতো।

অবশেষে, যখন মরীচিকার পর্দা ছিঁড়ে, দেখা দেয় প্রথম খেজুর,
বালিতে কালোর বৃত্তে প্রসবের মৃদু অনুমান—
হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ে, আঙুল পাগল হ'য়ে খুঁড়ে তোলে জল :

অল্প জল, তৃষ্ণার যথেষ্ট নয়। তবু স্পর্শ নতুন ঋতুর
বীজাণু ছড়িয়ে দেয় ; সিক্ত হাত, কনুইয়ের লোমকূপে ফ'লে ওঠে ফল ;
এবং দর্শনস্নিগ্ধ কণ্ঠ ঠেলে ফুটে ওঠে সন্ধ্যার আজান।

রবীন্দ্রনাথ

ছিলে না বনের মৃগ, ঘাস, ফুল মেঘের গহ্বরে
রঙিন আলোর খেলা। এমনকি, বালক ছিলে না।
তীক্ষ্ণ চোখ ঘিরে ছিলো সারাদিন। হাতের খেলেনা
ভারি হ'য়ে প'ড়ে গেছে হাত থেকে। তবু ছিলে অবসরে ভ'রে।

তুমিও পাওনি দেখা নাপোলিতে নীলনয়নার।
চিঠির উত্তর নেই। দেহ ছিলো, আমাদেরই মতো।
হয়তো ঘামাচি, মশা। প্রতিকূল বাতাসে প্রহত
ভূলুণ্ঠিত ঘুড়ির আঁধার ঘণ্টা। তবু ছিলে প্রতিযোগিতার

পরপারে, বিশ্রামে শুভ্রতাময়, যেন তুমি কখনো করোনি
চেষ্টা, কিংবা যেন কলস গিয়েছে ভেসে, তুমি শুধু জল।
যা পেয়েছি দু-দণ্ড তোমার কাছে, নিঃশব্দে, কেবল

সন্ধ্যার নিবিড়তায় ব'সে থেকে, আজ তাকে নিঘু'ম যামিনী
জ্বেলে দেয় কূট গ্রন্থে, ভাবনার পাণ্ডুর অনলে,
বাক্, অর্থ, সম্পর্কের হিংসুক দাঙ্গা শেষ হ'লে।

কেন ?

এতে নয় জড়িত জনগণের বিরাট নিয়তি—
অভ্যুদয়, পতন, পথ্য, সেবা, স্বাধীনতা। কোনো
হাত নেই ইতিহাসে। অর্থ আর মোক্ষের প্রগতি
আনেননি বাল্মীকি, ভার্জিল, সাফো। তবে কেন—কেন ?

ব্যর্থ কাম, ক্রোধের তৃপ্তির জন্য ? প্রতিহিংসার
ছদ্মবেশ ? বিকল অহমিকার কুটিল চাতুরী ?
না কি শুধু—অন্য কিছু নেই ব'লে—এই ছলে কালের প্রহার
ভুলে থাকা ?…কেন, বলো ! এই প্রশ্ন—মনে হয়—মৌলিক, জরুরি।

কিন্তু কোনো উত্তর কোথাও নেই। সবচেয়ে কম
কবির আলস্যময় উচ্চারণে, যেন সে নিজেরে কোনোদিন
শুধায়নি উদ্দেশ্য, কারণসূত্র, উৎসর্গের নিহিত নিয়ম ;

শুধু, কোনো অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন—
যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত—সে গেছে মোমের মতো জ্ব'লে,
আপনারে আলো দিয়ে, নামহীন, প্রাচীন অনলে।

কবি : তার ক্ষমতার প্রতি

তুমি, যে দিয়েছো সব, সেই তুমি আমার পথের
দুই দিকে ছড়িয়ে রেখেছো কত রঙিন কানন—
বিক্ষেপ, জয়ের নেশা, ত্যাগের চটুল প্রলোভন :
বাস্তুভিটা কোথাও জোটেনি আজও ; শুধু হেরফের,

ভ্রমণ, রাত্রিবাস, পান্থশালে নতুন শপথ,
আঙিনায় ঋতুপুষ্প। এইমতো, নিজেরে খণ্ডন ক'রে,
হেমন্তেরে দূরে ঠেলে অবিরল বসন্তবাহারে
দিয়েছো বিস্তীর্ণ ফাঁকি। আমার প্রকোষ্ঠে তুমি অতীব বৃহৎ

এখন, মধ্যপথে, এখনও কি আসেনি সময় ?
পারি না কি তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে, যেখানে মলয়
ম'রে যায় বরফের ষড়যন্ত্রে—সেই গর্ভে সারাৎসার ঢেলে

ক্ষীণ, ছোটো, প্রচ্ছন্ন, দুর্বল হ'য়ে, যদি কোনো দূরতর মেঘে
কাটিয়ে কঠিন রাত্রি, একদিন বীজের আবেগে
ফ'লে উঠি নিটোল, উজ্জ্বল, পূর্ণ একটি আপেলে।

সনাতন সংঘর্ষ

বাসনা অপরিসীম, কিন্তু কত দুর্বল ইন্দ্রিয়!
হ'য়ে থাকি বধির, যতক্ষণ চক্ষু প্রীয়মাণ;
পদ্মরাগ চুম্বনে হারিয়ে যায়; দৃষ্টিহীন কণ্ঠ করে পান
মদের সোনার কান্তি। অসম্ভব, সম্ভোগে দ্বিতীয়।

বলেছিলো কোনো-এক লিপ্সাময় বিষণ্ণ প্রেমিক:
'সে আমাকে সর্বস্ব বিলিয়েছিলো—রত্ন, ফুল, ঝংকার, চন্দন;
কিন্তু আমি, সনাতন সংঘর্ষে হতাশ হ'য়ে, চেয়েছি একটি নিঃসরণ
বেছে নিতে—দেহময়, দেহচ্যুত জ্যামুক্তির চঞ্চল নিরিখ—

অর্থাৎ, গলার স্বর। কাকে বলে পাওয়া, তা জেনেছি
আঁধারে, ঘুমের ঘোরে, রক্তের ফেনিল চ্যাঁচামেচি
শান্ত হ'লে—সে যখন ডেকেছে আমার নাম অমল নিস্বনে,

আর সেই ফুৎকারে দেহের তন্তু, হৃৎপিণ্ডের অতল গহ্বর
হয়েছে শ্রবণময়—যেন কোনো পথিকের প্রতীক্ষার সার্থক প্রহর
সমুদ্র লুণ্ঠন ক'রে ডুবে গেলো দূর-টেলিফোনে।'

‘দুই পাখি’

যখন রাত্রি নামে—নয়, যাকে লোকে বলে রাত,
কিন্তু নক্ত, নিশীথিনী, শর্বরী, যামিনী, বিভাবরী—
ডুবে যায় যান, গান, দোকানের দৈনিক গাগরি,
লাল-চোখ ল্যাম্পোস্টের পাহারায় গভীর ফুটপাত

প'ড়ে থাকে, মুছে-ফেলা শান্ত স্লেট, নির্মল বিবেকবান
নিস্বপ্ন রিকশাওলা—আর সেই নির্বাণের অমেয় নেশায়
ফুরায় লেখক, ছাত্র, দম্পতির অধ্যবসায় :—
তখন, কবির মতো, আঁধারের স্বাধীন সন্তান,

বিড়াল বেরিয়ে আসে—হিংস্র, মৃদু, গম্ভীর, সুদূর ;
যেন কত গুপ্ত কাম ললাটের কুটিল ত্রিশূলে
বিঁধে নিয়ে, চ'লে যায় সহনীয় সংসার ছাড়িয়ে :

আর তৃপ্ত, নিরাপদ, সমাদৃত আমার কুকুর
চেয়ে থাকে তার দিকে, বারান্দার রেলিঙে পা তুলে,
অসুস্থ শিল্পীর প্রতি গৃহস্থের ঈর্ষা চোখে নিয়ে।

মিল ও ছন্দ

মানি, এক অন্তর্যামী মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়ে
ভ'রে দেয় আপন গোপন অর্থে সব উন্মীলন ;
ছিঁড়ে ফেলে প্রচ্ছন্ন প্রেমের চিঠি : বিরহ, মিলন,
আশা, জীবনের আকাঙ্ক্ষারে কৌশলে ছিনিয়ে

ভাঙে যে-নূতন গানে সেখানে জীবন ম'রে যায়।
মানি—কিন্তু জানি না, দেখিনি তাকে। অন্তরঙ্গ, সবচেয়ে দূর,
কিছুই বলে না, শুধু ভেদ ক'রে বেজে ওঠে সুর—
সুর নয়, শূন্যতায় তার বেঁধে নিঃশব্দে বাজায়

দেবতা, নির্জ্ঞান মন, না কি এক চতুর শয়তান ?
তার মুখে অনন্ত রাত্রির মায়া। তাই সে করুণা ক'রে
পাঠিয়েছে প্রতিভূ, প্রবক্তা, দূত—ছন্দ, মিল, ধ্বনির ইশারা,

নিরঞ্জন গণিত, আবহমান নিরুক্তের অমোঘ বিধান—
যার পূত শাসনে সঞ্চিত জল, নর্দমার স্বেচ্ছায় না-ঝ'রে
হ'য়ে ওঠে অধীন, উদ্দেশ্যময়, উজ্জ্বল ফোয়ারা।

নেশা

মাতাল, মাতাল হও—বোদলেয়ার দিলেন বিধান—
অবিরাম পেণ্ডুলামে যে তোমার উপাংশুঘাতক,
সেই ক্রূর কালের চতুরতর হও কালান্তক :—
পুণ্য, প্রেম, মদিরা, কবিতা তাঁর প্রখ্যাত নিধান।

তাঁর আজ্ঞা অমোঘ ; অথচ দান, জপ, তপ, ব্রত,
এ-সবের ক-অক্ষর আশৈশব গোমাংস আমার,
দিগন্তে মিলায় ক্রমে রশ্মিরাগ প্রেমান্ত-সন্ধ্যার ;
এবং তন্মাত্র ট্যাঁকে পানপাত্র দূরপরাহত।

বাকি থাকে কবিতা—অস্তিত্বময় অণুর বন্ধন,
হ্লাদিনী, ব্যাধির বীজ, উন্মাদক, নিষ্ঠুর, অসুখী,
সরস্বতী, ভেনাস, ক্ষণিক লক্ষ্মী, অনন্ত বাসুকি—

মেটাতে আমার তৃষ্ণা আমাকেই করে সে মন্থন !
ভালো—কিন্তু বলো দেখি, হ'তে হবে আর কতকাল
একাধারে দ্রাক্ষাপুঞ্জ, বকযন্ত্র, শুঁড়ি ও মাতাল !

অসহনীয়

হয় বীর, বিজয়ী রাজার দীপ্তি। বহু দূরে, বহুদিন পরে
অরণ্যে ঝর্নার জলে উতরোল 'অর্জুন! অর্জুন!'—
দিগন্তে ঝড়ের মতো অগ্রসর ক্ষুধার শকুন

যে-নক্ষত্রে ঠেকে গেলো, সেই লক্ষ্মী-মাটির মিশরে
অন্নদাতা জোসেফের ব্যক্তিময় 'আমি! সেই আমি!'
—নতুবা, প্রাণের ছিলা টান রেখে, বাউণ্ডুলে, উন্মূল, অনামী,

মৃত্যুরে তাকিয়ে দেখা হয়তো বা ইস্তাম্বুলে বস্তির বল্মীকে।…
কিন্তু কোনোটাই নয়। কোনোমতে তৈরি থাকে রুটি,
ধোপার খরচ টানি, পাণ্ডুলিপি নির্দিষ্ট তারিখে—
এমনকি কেউ-কেউ বলে নাকি অমুক বাবুটি

রীতিমতো ভদ্রলোক! তাহ'লে কি এখানেই সীমা?
ভগবান, ভগবান, অন্তত এটুকু দাও, যাতে
পারি কোনো কবিতার ছায়াভরা জ্যোৎস্নায় বোঝাতে
আমারও আঁতুড় ছিলো দেবতায় বিধ্বস্ত নীলিমা।

কর্কটক্রান্তি

দীর্ঘ দিন শেষ হ'লো : প্রভু, ধন্যবাদ।
এখনই, উত্তর দেশে, নিশীথেও নেয় না বিদায়
যদিও গোধূলিরাগ ; পর্দা টেনে, তবে খুঁজে পায়
পথিক, প্রার্থিত ঘুম, প্রেমিকেরা, ভূমার আস্বাদ :—

তবু এই দীর্ঘতম দিবসেরই অমোঘ সন্তান
কুয়াশা, সুন্দর হিম, বরফের শান্তির সংহতি ;—
জানি না এ গ্রীষ্মের চরম, না কি শীতের উত্থান,

শেষ, না আরম্ভ মাত্র ; কৈবল্য, না কুমারসম্ভব :
কেননা মহাকালের নৃত্যে নেই ভাবী ও সম্প্রতি,
আছে শুধু তালের তরঙ্গে ফোটা নূতন উদ্ভব,

বিলয়মৃণালে পদ্ম, অবনতি যৌবনচূড়ায়।
সময়নির্ভর সব সম্ভাবনা। হয়তো বা আমাকেও তবে
অন্তরের ক্ষমাহীন তিলোত্তমা, রূপের বাস্তবে
ধরা দেবে একদিন—শুধু যদি অপেক্ষার ধৈর্য না ফুরায়!

অপেক্ষা

উল্লোল দিনের পর দিন, আমি তোমারই উদ্দেশে
নিজের নিরতিশয় অন্তঃসার বাঁচিয়ে চলেছি ;
অপচয়, অনিশ্চয়, অবজ্ঞের উন্মুখর মাছি,

যদিও মুখোশ প'রে সময়ের করে অভিনয়—
শুধু তা-ই নিতে পারে, প্রিয়তমা, যা তোমার নয় ;
চালুনির অবিরল ব্যভিচারে তবু ঠেকে যায় অবশেষে

গাদ, ক্বাথ, বুদ্বুদের পরপারে এক কণা অব্যয় কস্তুরী,
কঠিন ছিপিতে আঁটা, স্বচ্ছতায় সঞ্চিত আঁধার ;
অথবা, প্রপাত যার অভিপ্রায় কোনোদিন চুরি
ক'রে নিতে পারবে না—সেই দূরনিবদ্ধ নীহার।

মাঝে-মাঝে মনে হয়, দেবযানী, বুঝি বা তুমিও
আমার সন্ধান বুঝে, একদিন ভেঙে দেবে বাঁধ ;
অথচ যেহেতু শুধু অপেক্ষাই অক্ষয়মেয়াদ,
না যদি ভাঙাও, তবু এই ঘুম মানি রমণীয়।

না-লেখা কবিতার প্রতি : ১

অনন্ত জন্মের দ্বার ; মরণের, অন্ত নেই কত :
বীজাণু, সরল ক্ষুর, হাঁটুজল, এক ফোঁটা বিষ।
এবং প্রভাবে তার নেই কোনো বিশ কি উনিশ,
শেলিও ততই মরে, শুকনো বুড়ি ধুঁকে-ধুঁকে যত।

এমনকি জন্মের আগেই তার আরম্ভ ; কেননা—
একটি আমের মূল্য শত লক্ষ মুকুলসংহার ;
যদিও একত্রে ছোটে জীবনের কোটি সম্ভাবনা,
পথে সব ম'রে গিয়ে, খুঁজে পায় জরায়ুর দ্বার

শুধু এক—শ্রেষ্ঠ নয়, বলীয়ান, আগ্রহে স্বাধীন ;
হয়তো সে নিরীহ বেচারামাত্র, তবু জ্যান্ত ব'লে,
অজাত বিক্রমাদিত্যে সকলেই অনায়াসে ভোলে।

—তোমরা, এখনও যারা সীমান্তেই রয়েছো বিলীন,
আমাকে দিয়ো না দোষ ; নিত্য আমি আছি অনর্গল ;
কিন্তু বারে-বারে দেখি তোমাদেরই বিভিৎসা দুর্বল।

না-লেখা কবিতার প্রতি : ২

তোমরা, আমাকে যারা বেছে নিলে—তারপর অনেক ঋতুর
নাগরদোলায় মেতে ভুলে আছো এ-দিন ক্ষণিক ;
মাঝে-মাঝে চিঠি লেখো, পুনশ্চের নিশ্বাসে বিধুর,
অথচ আংটি যদি দিতে চাই, নানা ছলে ফেরাও তারিখ,

কিংবা শুধু চুমো খেয়ে চ'লে যাও, কিংবা বাতাস্রেরে
চুমো খেয়ে, প্রপঞ্চে তুলিয়ে দাও উৎসুক আঙুর ;
কখনো, মদির চোখে, গোধূলির মতো হৃদয়েরে

ক'রে তোলো সুখ, স্বপ্ন, অভিলাষ, ব্যর্থতায় অনুবন্ধময়—
সান্তর, পুনরাবৃত্ত, অবিস্মর, পরিবর্তমান :—
তোমাদের বলি আমি : যদিও দুর্ভর অভিযান
হেনেছি অনেক বার, তবু জেনো, জনরব সব সত্য নয়,

সব নয় ক্রন্দন, আক্রমণ, বৃন্দাবনে মান-অভিমান।
কেউ-কেউ, বিরাট বিস্মিত ঋণে অকস্মাৎ ব্যাপ্ত ক'রে ক্ষমা
তৎক্ষণাৎ সর্বস্ব নিয়েছে। হয়তো বা তারাই পরমা।

না-লেখা কবিতার প্রতি : ৩

পরমা ?···জানে না কেউ। অন্তরঙ্গ তোমরা কি নও,
হৃদয়ের যুগ থেকে যুগান্তরে প্রত্যহের সমান্তরাল,
তুফান, হাঙর-ঢেউয়ে বেড়ে-ওঠা উজ্জ্বল প্রবাল,
প্রাকৃতিক অন্ধকারে বৎসরের অদ্ভুত বিনয়

গোপনে রাঙিয়ে দেয় যাদের তরুণতর উষার উদ্ভাস ?—
বুঝি না, হয়তো ভুলি। কিন্তু স্বপ্নমেঘময় ঘুমে
তোমরা নক্ষত্র ফোটো ; চমকে দাও হঠাৎ বাথরুমে ;

কখনো মাছের ঝোলে মিশে থাকো, সঙ্গে ঝোলো ট্র্যামের হাতলে
তা-ই যদি, তবে কেন দেরি করো ? বালিকার মতো কৌতূহলে
এখনও দেখতে চাও কত দূর প্রস্তুত প্রয়াস ?

এসো না, আঘাত করো, ধ'রে নাও আমাকে উদাস,
হানো এক মুহূর্তে বাঁধন-ছেঁড়া বিদ্যুতের মতো বলাৎকার ;
না যদি স্বর্গের মধু, উর্বশীর ধীর অভিসার,
নিয়ে এসো গন্ধকে লবণে জ্বলা নরকের প্রকট নিশ্বাস।

প্রেমিকারা

মেয়েদের হাসির প্রস্রবণ শুনবে না আর।

হালকা পাখির ঝাঁক, বাল্যসখী লোটন শার্লটে,
জ্যোৎস্না-মাখা ভোরবেলা পাপড়ি-ফোটা যার লাল ঠোঁটে
একবার আঙুল ছুঁইয়ে শুধু খুলেছিলে দিনের দুয়ার—

তারাও ত্বরিতে হ'লো সন্তানের সজ্ঞান শিকার,
তুলে নিলো যা পেলো হাতের কাছে ; খোলা জানালায়
পর্দা টেনে, ছোট্ট ঘুমের পরে হাওয়ার চীৎকার

শুনে-শুনে ডুবে গেলো অন্তহীন দৈনিক নালায়।
হায়, তবে কখন প্রেমের লগ্ন—যে-মন্ত্রের বলে
উষার অভ্যুদয়, সে-ই যদি রমণীয় ছলে

ছিঁড়ে নেয় বাড়ন্ত জাগরণের সব ক-টি কম্পমান পাতা ?
—যাও, মেয়ে, জীবনের খাদ্য হও ; তারপর যখন তোমার
যুবক-ছেলেরা দূরে স'রে গেছে—হে প্রেয়সী, হে কুমারী-মাতা,

ফিরে এসো তখন ক্রন্দসীর অন্ধকারে রাঙিয়ে আবার।

ঋতুর উত্তরে

শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষার দিন, আমি এতদিনে
তোমাদের বিরাট খামখেয়াল জয় ক'রে, হৃদয়সন্ধ্যায়
নিয়েছি সুযোগমুক্ত, হৃতভাগ্য শূন্যতারে চিনে—

আমি, মৃত, নিশ্চিত, ভবিষ্যময়, প্রশ্নের অতীত।
পউষে-ফাল্গুনে-গাঁথা কান্না-হাসি-দোলানো অন্যায়
আমাকে বেঁধে না আর ; বড়ো জোর বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার সংবিৎ

এঁকে যায় সামান্য গণিতচিহ্নে পঞ্জিকার পালা—
যেন এক পুরোনো প্রাসাদে শুধু অনুপস্থিতি
দেখায় আঙুল তুলে ঘরে-ঘরে মরচে-পড়া তালা।

আমার হৃদয় আজ চিরন্তন হেমন্তে বিলীন ;
কুয়াশা, চাঁদের প্রেত, রশ্মি-জলা পশ্চিমের স্মৃতি—
সব মিশে অন্ধকারে ভ'রে দেয় আলোর পুলিন :

শুধু স্বপ্নে শুনে-শুনে একতাল, ঋতুহীন সমুদ্রের স্বর—
নিঃসঙ্গতা !   জেনেছি তোমারই নাম শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বৎসর।

মধ্য-সমুদ্রে

বলো, কিছু বলো! আমি অফুরান কান পেতে আছি।
মেঘে-মেঘে বেলা যায়; যারা ছিলো প্রাক্তন আকাশে
'দিন', 'রাত্রি', 'আলো', 'ছায়া'—তারা এক নির্বোধ উচ্ছ্বাসে
দিগন্তে ডুবিয়ে দিয়ে পৃথিবীর প্রতীচী ও প্রাচী

নিতান্ত স্বাতন্ত্র্যহীন সমতায় করে ছলোছলো—
যেমন, যাবার মুখে, যানস্রোত, সৌধ, সেতু, প্ল্যাকার্ড-দেয়াল,
সব, তার আপন যাথার্থ্য ভুলে, অব্যক্তের করুণ রুমাল
হ'য়ে ঝ'রে যায় পথের দু-ধারে।···বলো, কিছু বলো।

কিছুই অভাব নেই, যে তোমার অভাবে অজ্ঞান।
হাসে, নাচে, খেলে, বলে, মেনে নেয় নির্ভুল পৌঁছনো;
জানে ওরা, বিশ্বস্ত কম্পাস-কাঁটা, বেতারবিজ্ঞান:—

আমার হৃদয় হানে জাহাজ-ডুবির হাহাকার,
ধ্রুবতারা মুছে যায়, কোথাও উত্তর নেই কোনো—
যদি-না তোমারই বাণী সমুদ্রের, বাতাসের বর্বর চীৎকার!

স্টিল্ লাইফ

সোনালি আপেল, তুমি কেন আছো? চুমো-খাওয়া হাসির কৌটোয়
দাঁতের আভায় জ্বলা লাল ঠোঁটে বাতাস রাঙাবে?
ঠাণ্ডা, আঁটো, কঠিন কোনারকের বৈকুণ্ঠ জাগাবে
অপ্সরীর স্তনে ভরা অন্ধকার হাতের মুঠোয়?

এত, তবু তোমার আরম্ভ মাত্র। হেমন্তের যেন অন্ত নেই।
গন্ধ, রস, স্নিগ্ধতা জড়িয়ে থাকে এমনকি উন্মুখ নিচোলে।
তৃপ্তির পরেও দেখি আরো বাকি; এবং ফুরোলে
থামে না পুলক, পুষ্টি, উপকার। কিন্তু শুধু এই?

তা-ই ভেবে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মাঝে-মাঝে
আসে ভারি-চোখের দু-একজন কামাতুর, যারা
থালা, ডালা, কাননের ছদ্মবেশ সব ভাঁজে-ভাঁজে

ছিঁড়ে ফেলে, নিজেরা তোমার মধ্যে অদ্ভুত আলোতে
হ'য়ে ওঠে আকাশ, অরণ্য আর আকাশের তারা—
যা দেখে, হঠাৎ কেঁপে, আমাদেরও ইচ্ছে করে অন্য কিছু হ'তে।

ল্যাণ্ডস্কেপ

ওরা সব নিয়েছিলো ভাগ ক'রে—দেবতা, মানুষ, অবতার,
অজন্তা, নোতর দাম। ধাপে-ধাপে, স্বর্গের সিঁড়িতে,
যুযুধান রাক্ষস কিন্নরগণ ঐকতানে তুলেছে চীৎকার—
'ঈশ্বরে আবৃত বিশ্ব!' তুমি এলে অনেক দেরিতে।

প্রথমে পা টিপে, চুপে। যে-হাসির মেলেনি তুলনা,
তার পিছে, ধূমল ছায়ার পুঞ্জ, পল্লব, আকাশ;
যেমন জ্যোৎস্নার জলে ডুবে যায় মেঘের ঝুলনা
চাঁদেরে ভাসিয়ে দিয়ে। কত ধীরে তোমার উদ্ভাস!

মৃগয়া, বনভোজন, প্রাসাদের প্রমোদ ছাড়িয়ে
খুঁজে পায় যদি-বা নগরহীন প্রান্তর, বাতাস,
চিমনির ধোঁয়ায় তবু প্রশ্ন ওঠে—'ও-কুটিরে কাদের আবাস?'

উত্তরে, নির্মম হাতে, অবশেষে ঈশ্বরে তাড়িয়ে
চরাচরে সেজান ছড়িয়ে পড়ে, ভ্যান গ-র যন্ত্রণা,
এবং রাজত্ব, জয়, বরমাল্য। এবং বন্দনা।

[বালজাক, তাঁর সমকালীন এক শিল্পীর আঁকা একটি শীতের দৃশ্য দেখে মন্তব্য করেছিলেন: 'সুন্দর ছবি। কিন্তু ঐ কুটিরে কারা থাকে? কী করে তারা? কী ভাবে? আর নিশ্চয়ই তাদের দেনা আছে অনেক?']

আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১

না, তুই নিবি না আর। শূন্য ছেনে হৃদয় ভরাবি।
হাঁ খোলে পাতালবেশ্যা, নেমে আসে কুমারী নীলিমা।
সেখানে ফোটে না ফুল, ম'রে যায় কীটের কালিমা।
যা বলে বলুক ঋতু, তুই শুধু পার হ'য়ে যাবি।

—'কিন্তু কোনখানে?' হায়, সনাতন, শীর্ণ কৌতূহল!
বোঝে না, অনবরত অবসানে আরম্ভ গতির,
স্নান, যান, ধানখেতে কিছু এসে যায় না নদীর,
সাগর করে না প্রশ্ন—'কোন বার্তা নিয়ে এলি, বল!'

ভুলে যা ঝংকার, ঝর্না, বরদাত্রী কঙ্কাবতীরে,
যার ঠোঁট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্বরলিপি শিখেছিলি তুই,—
ওরে সেই বরফ-গলানো রঙ্গ আর যদি না থাকে কিছুই,

তবু ছাখ, প্রবল প্রেতের মতো দলে-দলে নামে দুই তীরে
অতীত, আসন্ন কাল; সেতু বাঁধে শ্রমিক সম্প্রতি—
যার কূট কুয়াশায় কেলি করে ঋষি আর ধীবরযুবতী।

আটচল্লিশের শীতের জন্য : ২

প্রান্তরে কিছুই নেই ; জানালায় পর্দা টেনে দে।
ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায়—ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ ;
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস ;
ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে।

প্রাঙ্গণে কিছুই নেই ; পারিস তো বধির হ'য়ে যা।
যা তোর নিজের নয়, তা শেখাতে পারে কোন মুনি ?
বরং তুলে নে ঘাড়ে আদিবাসী সিনবাদের বোঝা,
ক-টি মাত্র মিল খুঁজে সারাদিন গাধার খাটুনি।

শীতের নোঙর পড়ে ; আর কিসে তোর প্রয়োজন ?
তীর, দ্বীপ, সিন্ধু নিয়ে জেগে ওঠে অমল দেয়াল ;
এক হ'য়ে মিশে যায় ঘণ্টা, বেলা, পরিবর্তন ;

রৌদ্র আর জ্যোৎস্নার তালি-মারা রঙিন খেয়াল
অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে স'রে যায় নিখিলপৃথিবী,
কেননা, গতির পারে, তারে তুই সৃষ্টি ক'রে নিবি।

আটচল্লিশের শীতের জন্য : ৩

কবে সেই তুফান ফুরালো—
তবু কেন কাঁপন থামে না!
অন্তরালে উৎকীর্ণ কামনা
শূন্যে ছুঁড়ে বৈদ্যুতিক ধুলো।

অন্ধকারে জ্বালায় যন্ত্রণা।
এই সব অস্থির অক্ষর
লুপ্ত ক'রে, কঠিন, সুন্দর,
এসো পূর্ণস্বাধীন সান্ত্বনা,

হৃদয়ের মধ্যে বাঁধো ঘর :
অবরোধ, বরফ, কুয়াশা,
স্তব্ধ মন, শব্দহীন ভাষা,

অগ্নিকুণ্ড, দীর্ঘ অবসর ;—
আর তুই মুগ্ধ অন্তর্যামী—
আমি—আর মুখোমুখি আমি!

দেবযানীর স্মরণে কচ : ১

মাঝে-মাঝে, বার-বার, অবিরাম, যখন তোমারে
ভাবি, আছো দূরে, দৈত্যপুরে, অতিথিবৎসল
পাতালের ছায়াতলে, যেখানে বসন্ত আসে দেরি ক'রে,
গাছে ফোটে অন্য ফুল, অন্য তারা নিঃশব্দ চোখের জল
ফেলে যায় তাদের উদ্দেশে যারা কোনোদিন ফিরবে না আর ;—
ইচ্ছে করে তখন ফিরিয়ে আনি মৃত্যুভয়, মসৃণ, সচ্ছল
এই জ্যোৎস্নায়, চূর্ণ করি নির্বোধ চাঁদের ভাঁড়,
আকাশেরে টুকরো ক'রে, কুয়াশার
জান্তব মুখের মধ্যে নির্জীব ন্যাকড়ার মতো ছিঁড়ে—
তারপর অন্ধ, হিম, উদার, উচ্ছল
প্রলয়ের কলরোলে ফিরে পাই আদিম আঁধার—
যেখানে নতুন সব জন্ম নেবে : তুমি, আর তোমার চোখের জল,
এমনকি আমার কামনা। কিন্তু কেউ তাকায় না ফিরে,
শোনে না আমার কথা। হাসিমুখে, অবিকল,
চাঁদ চেয়ে থাকে, বসন্ত করে না দেরি, নির্বিকার
মালা দেয় মলয়, ফুলের গন্ধ ; চরাচর বিস্মৃতিবিহ্বল।
তাই আমি নিরুপায়। যত ভাবি, যত মনে পড়ে,
তবু বাঁধ ভাঙে না, ছেঁড়ে না এই মৌলিক শৃঙ্খল
কিছুতেই। অতএব থাক সব, থাকো তুমি। আমি করজোড়ে
দেবতারে বলি, যেন ত্রিভুবনে কোথাও উজ্জ্বল
হ'য়ে ফুটে থাকে চিরকাল তার চোখ, আমার স্মৃতির ভার
দেয় তার আলোয় তরল ক'রে। তা-ই যথেষ্ট আমার।

দেবযানীর স্মরণে কচ : ২

তোমার কথা ভাবতে গিয়ে
উপড়ে আনি চাঁদ,
আকাশটাকে টুকরো ক'রে ছিঁড়ি ;
পাপড়ি খুলে এলিয়ে পড়ে
পরমাণুর বাঁধ,
আর্তনাদে ভাঙে তারার সিঁড়ি।
মণি, আমার মণি, আমার সোনা,
তোমার পরে নাস্তি শুধু
রইলো আরাধনা।
আগুন, জল, অমল নীলে
গুচ্ছে তুমি মিলিয়েছিলে,
সূত্রহারা দৃশ্য আজ
হারিয়ে ফেলে কায়া ;
তোমার কাছে ঋণের ভারে
নিখিল ডোবে অন্ধকারে,
লুপ্তি জুড়ে ছড়িয়ে যায়
অসীম অশনায়া—
এবং এক নূতন আগমনী,
মণি, আমার সোনা, আমার মণি।

হায়রে এ-সব ইচ্ছে শুধু,
ব্যক্তিগত সাধ—
দিগন্তরেও কাঁদে না ক্রন্দসী ;
সপ্রতিভ প্রপঞ্চের
পূর্ণ প্রতিবাদ
বঞ্চিতেরেই নিত্য করে দোষী।

মণি, আমার মণি, আমার সোনা,
কোথাও নেই, কেবল এই
শোণিতে যন্ত্রণা।
তাহ'লে থাক নিটোল সবই,
হৃদয়হীন রঙিন ছবি,
কঠিন জড়ে কাঁপন তুলে
ঘোমটা-ঘেরা ভ্রূণ ;
তুমি সে-প্রাণ, আবহমান,
তাই তো আর থামে না গান,
ছন্দে-বাঁধা বিলয় থেকে
বিশ্ব ফোটে পুন—
এবং হয় তোমার দানে ধনী,
মণি, আমার সোনা, আমার মণি।

দেবযানীর স্মরণে কচ : ৩

ভুলেও করি না উচ্চারণ
নাম, তোমার নাম--
পাছে ক্ষণিকের বিস্মরণ
আনে উন্মাদ বিস্ফোরণ,
পাছে সৃষ্টির সীমানা ভাঙে
প্রাণ, আমার প্রাণ !

এ যেন স্বচ্ছ ঘুমের নেশা :
নেই, কিছুই নেই—
অথচ বিশ্ব রয়েছে মেশা
অফুরান স্বপ্নেই ।
পাছে সে-ঘুমের উন্মোচন
করে ধ্বংসের দারুণ পণ,
তাই দ্বারপাল-যামিনী জাগে
গান, কেবল গান !

অনুরাধা

গিয়েছিলাম হ্রদের ধারে
বিকেলবেলা ;
বরফ-গলা-হীরক-জলা
ক্বচিৎ ঢেউ করে খেলা ।
ঠাণ্ডা দিন, আকাশ ম্লান,
বাতাস মৃদু,
ঘোমটা-পরা নটীর মতো
নতুন ঋতু
চটুল, ছোটো, অলংকারে
ছিটিয়ে দেয় ঝিকিমিকি—
সদ্য-ফোটা সবুজ পাতা, দুটো রঙিন
রবিন্ পাখি ।
ভালো তো সব ;—কিন্তু কেন
অবশেষে
তাকিয়ে থাকি যেখানে জল
দিগন্তের শূন্যে মেশে ;
এবং ভাবি, 'বাধা !—
ঐ ওপারে লুকিয়ে আছে
আমার অনুরাধা ।'

চলেছি নীল হাওয়ায় ভেসে
এরোপ্লেনে
পাহাড়-বন-শহর-ভরা
বসুন্ধরায় সঙ্গে টেনে ।
স্বচ্ছ ভোর, গোলাপি রোদ,
ঝাপসা মাটি,

বইয়ের খোলা পাতায় মেশা

কফির বাটি

পেরিয়ে যায় দাবার ছকে

গির্জে, হোটেল, নির্জনতা,

ইতস্তত তুষার-চূড়ায় আর-বছরের

তন্ময়তা।

দেখছি সবই ;—কিন্তু তবু

মনে-মনে

খুঁজি কোথায় মিলায় ছবি

মৌলিকের অন্বেষণে ;

কেবল বলি, 'বাধা !—

হয়তো পিছে লুকিয়ে আছে

আমার অনুরাধা।'

দাঁড়িয়েছি এক সাগর-তীরে

বেলাবেলি,

রজস্বল জগৎ এসে

যেথায় করে জলকেলি।

নরম দিন, উদার জল

রৌদ্রমাখা,

কাফে-র ভিড়ে পটের মতো

দেখছি আঁকা

সোনালি চুল, নীলাভ চোখ,

বিরাম, সুখ, নিটোল ছুটি,

সম্ভোগের আঁচল-ধরা অবসাদের

কঠিন মুঠি।

মুগ্ধ আমি ;—তবুও মন

হঠাৎ ভাবে

উঠবে কখন যবনিকা
নটেশ্বরীর আবির্ভাবে ;
এবং বলে, 'বাধা !—
ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে
আমার অনুরাধা।'

আবর্তমান কমলালেবুর
পরিশ্রমে
অম্ল-মধুর ইন্দ্রিয়লোক
সকল দিকে উঠছে জ'মে।
স্বল্প আয়ু, ধ্রুপদী কাল
অপরিমাণ,
অথচ এক আবেগময়
ব্যাকুল যান
ফেনিয়ে তোলে সাগর, বন,
নগর, দ্বীপ, শৈলশ্রেণী,
এমনকি দূর ছায়াপথের পরমাণুর
দীপ্ত বেণী।
বুঝি তো সব ;—তবুও মন
অন্ধকারে
হাৎড়ে বেড়ায় আরম্য এই
উন্মোচনের পরপারে ;
কেবল বলে, 'বাধা !—
আপন ছায়ায় লুকিয়ে আছে
আমার অনুরাধা।'

প্রেমিকের গান : ১

কী এসে যায়, হও না তুমি হৃদয়হীনা—
আমার প্রেম দুই হৃদয়ের সমান বড়ো ;
লাস্য হেনে যত আমায় মাতাল করো,
শুধাবো না, সত্যি ভালোবাসো কিনা।

বরং তোমার কঠিনতায় পুলক লাগে
যখন দেখি নিখিল জুড়ে নাস্তি আশা,
অথচ ধীর ছন্দে আমার ভালোবাসা
ধূসর সব বছর মাখে রক্তরাগে।

কিন্তু যদি সম্ভাবনা অবাস্তব,
তাহ'লে প্রাণ শান্তিহীন কিসের টানে ?
নয় কি অনাগতেই ইতিহাসের চাবি ?

মেঘলা দিনের অন্ধকারে তাই তো ভাবি—
একটিবারও ঘটলো যদি অসম্ভব,
আবার বামন ফেলবে না পা, কেউ কি জানে

প্রেমিকের গান : ২

কাছে যাওয়া বড্ড বেশি হবে,
এই এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা ভালো ;
তোমার ঘরে থমকে আছে দুপুর,
বারান্দাতে বিকেল প'ড়ে এলো।
মধ্যিখানে পরদা নাড়ে হাওয়া
অলির মতো ফুলের অবসরে,
গন্ধভরা তনুর মাদকতা
সম্ভাবনার প্রান্তে খেলা করে।
কিন্তু আমি চোখ ফিরিয়ে দেখি,
ক্যালেণ্ডারে বছর উড়ু-উড়ু,
তুচ্ছ দুটো শালিখ নেচে বেড়ায়—
এবং শুনি বুকের দুরুদুরু।
শুনি আপন বুকের দুরুদুরু,
সেখানে এক মত্ত আগন্তুক
রক্তকণায় তুলেছে তোলপাড়—
সেইটুকুতেই সুখ, আমার সুখ।

কথা বলা বড্ড বেশি হবে,
থাকো আমার চোখের দাবদাহ,
লক্ষ শিখার স্বপ্নে যেমন জ্বলে
অস্বাভাবিক, নিথর খাজুরাহো।
শান্ত দুটি বাহুর অভিযান
আলিঙ্গনের প্রকাণ্ড এক বনে,
ঠোঁটে তোমার দীপ্ত কমণ্ডলু
উপচে পড়ে বিদ্যুতে চুম্বনে।

কিন্তু আমি মুগ্ধ হ'য়ে দেখি

তোমার পিছে জানলা আছে খোলা

আকাশ, তারা, দিগন্তেরে নিয়ে—

এবং শুনি অনন্তের দোলা।

শুনি অতল জলরাশির দোলা

যেখানে জড়—অন্ধ, অনিচ্ছুক—

বাধ্য তোমার সৃষ্টি করার কাজে—

তাতেই ভরে বুক, আমার বুক।

এক তরুণ কবিকে

পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রি রেখো কড়া,
ছাঁটা চুলে যত্নে এঁকো টেরি ;
লোকে দেখে ভাবুক, 'আমাদেরই !'
নয়তো ঝড়ে ছিঁড়বে দড়িদড়া।

সামনে তোমার অনেক আছে ফাঁড়া :
আক্রমণ, কাফে-র করতালি,
অবসাদের মলিন জোড়াতালি।—
চতুর মন, ছদ্মবেশ ছাড়া

ঢাল-তলোয়ার আর কী তোমার আছে,
যত্নে যার বানের জলেও বাঁচে
ভ্রূণের মতো, অকথ্য সেই আগুন ?

আর তাছাড়া, সত্যি যদি উনুন
রাঙিয়ে তোলে নিশ্বাসের হাওয়া—
আর কেন বা বিজ্ঞাপনের ধোঁয়া !

গ্যেটের অষ্টম প্রণয়

বর্তমানে কাব্যে আমি রাজা,
গদ্য লেখায় আমার নেই জুড়ি।
কুঞ্জবনে মরণ রটে তাজা,
কিন্তু আরেক রক্তরঙা কুঁড়ি

দুলিয়ে দেয় স্বনিত স্বপ্নেরা
হিমের ক্ষীণ বৃন্তে টলোমলো।—
দেশান্তরে, লবণ-জলে ঘেরা,
গোলাপ, তুমি কোন বাগানে জ্বলো ?

কোন দ্রাঘিমায় উদ্ভাসিত নীলে
বাঘের মতো নিদাঘে ডাক দিলে,
তুলতে কি চায় তারই প্রতিধ্বনি

পাতার লালে মাতাল নিঃস্বেরা !
আকাশ ভেঙে আগুন ফোটে উষার,
ছদ্মবেশে ব্যর্থ করে তুষার।

—হাতেম, হায়, কবির শিরোমণি,
গদ্য লেখায় সবার চেয়ে সেরা !

গ্যেটের নবম প্রণয়

সকলই ভুল ! আসলে নই আমি !
—অস্তমেঘে পদ্মরাগ ফোটে,
ভোরের গাঙে সোনার ঢেউ ওঠে।
এই প্রেমেও অন্য কেউ স্বামী।

ফুরোয় না যে-আগুন, সে কি আমার ?
যে চায় সব, হয় যে তাকে দিতে
মন্ত্রীগিরি, ভ্রমণ ইটালিতে,
গবেষণার সাত-মহলা মিনার।

তেমনি তুমি।—যদিও রাত হ'লো,
জলসাঘরে বিরামহীন বাঁশি,
কেমন ক'রে ঘুমোই আমি, বলো !

তোমায় ছেনে হাওয়ায় আমি রচি,
বাজাই এক নতুন অমরতা ;
আমি সে-নাচ, তুমি কেবল নটী।

গোলাপ, তুমি বুঝবে না এই কথা।
এবং তাই তোমায় ভালোবাসি।

সর্বেশ্বরী

অবশেষে তোমাকে জোগায় খাদ্য যা-কিছু আমার
বিকার, বিক্ষেপ, ব্যাধি, নষ্ট দিন, কষ্টের জীবিকা ;
অজ্ঞান পেশীর পুঞ্জ নেয় টেনে আবৃত শিবিকা,
অন্তরালে তন্দ্রাময়ী, অন্য কোনো চিহ্ন নেই যার

ন'ড়ে-ওঠা নিক্কণের এক বিন্দু নিঃসরণ ছাড়া।
—সব, সব তোমাকেই ! আর নেই দ্বন্দ্বের বিচ্ছেদ,
মন্দ ভালো, স্বাস্থ্য রোগ, নিঃশ্রেয়স এবং নির্বেদ
ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায় দেয় অন্ধকারে পরস্পরে সাড়া ;

ঘটায়, ঘোমটার তলে, মৌলিকের নিত্য রূপান্তর—
পদার্থের, চেতনায় ; স্পন্দমান মাংসের, মানসে ;
বিষ্ঠার, প্রোজ্জ্বল ফুলে ; অঙ্গারের, নবান্ন-পায়সে ;
এবং মলের ভাণ্ডে ছেঁকে তোলে সম্ভাব্য ঈশ্বর।

—তবে কেন ভয় ? কেন আজও ত্রাস, আক্রমণ, ঘৃণা,
পাছে চোর নিঃস্ব করে, আয়ু ঝরে যেন মূঢ় মাছি ?
বৎসর হিংস্থক ! কিন্তু আমি তারই চক্রান্তে জেনেছি
যা তোমার সেবা নয়, কিছুতেই আমি তা পারি না।

মুক্তির মুহূত

মাথায় গাধার টুপি, আঁটো গেঞ্জি, ধূসর লুঙ্গিতে
সকালের গোলপার্কে শুরু ক'রে দৈনিক রুটিন,
ফুটপাতে রেখে চোখ, নুয়ে-পড়া মেয়েলি ভঙ্গিতে
চিন্তাশীল মনোযোগে পথে-পথে ঘাঁটে ডাস্টবিন

যতক্ষণ কালিঘাটে স্কুল থেকে না ফেরে ছেলেরা।
—জঞ্জাল, কাচের টুকরো, পচা ফুল, মাছির আহ্লাদ,
কাগজের দামি ঠোঙা, আরো দামি হলুদ সংবাদ,
তা থেকে নিশ্বাস ছেঁকে, জয় ক'রে নৈরাশ্য, কলেরা,

আসে যদি, উজ্জ্বল আধুলি ট্যাঁকে, তোমার বস্তির
ভাঙা গাল, ঝোলা মাংসে গ্যাস-জ্বলা নেশায় অস্থির :-
বোন, তাকে দিয়ো সব, সারসত্য যা-কিছু তোমার,

উদার, উন্মুক্ত বাহু, অনায়াস উরুর বিস্তার,
আর ব্যাপ্ত বিতর্করহিত এক আঁধার গহ্বর ;—
যার মধ্যে ডুবে গিয়ে, শিখে নেবে সে তোমার কাছে,

এ-জীবনে ক্ষুধা আর শ্রম ছাড়া আরো কিছু আছে,
আছে মৃত্যু, মুক্তির মুহূর্ত, আর আছেন ঈশ্বর।

ফাউস্টের গান

প্রজ্বলিত, লুপ্ত আচম্বিতে,
অঙ্গ তার বৈদ্যুতিক, চতুর :
ব্যগ্র মুঠি শূন্য ছেনে ফতুর,
কিংবা ঠকে ছিন্ন কাঁচুলিতে।

ফিরিয়ে তাকে আনবো, এই পণ
পেতেছিলাম বেতাল-পরিশ্রমে,
চামড়া, হাড়, নাভিমূলের রোমে
সীবন ক'রে কাতর ত্রিভুবন—

ব্যর্থ তবু রইলো আলিঙ্গন !

হাজার তরী ভাসিয়েছিলো জলে,
লক্ষ রাতেও তৃষ্ণা বেড়ে চলে,
শাশ্বতী, যার দিগন্তে নেই জরা—

তপস্বীকে এমনি ক'রে ছল
দিলে কি সেই আধো-আলোয় ধরা
বেআইনি যার বেলা, ঋতুর দল

আলস্যে আর বুজরুকিতে ভরা !

পঞ্চাশের প্রান্তে

'যত্ন নিয়ো দাঁতের,' বলেছিলে।
সাধ্যমতো চেষ্টা ক'রেও দেখি
নিশ্বসিত চুল্লি ধিকিধিকি,
বাঁধের জল অধীর গাঙচিলে।

নতুন জ্ঞান নেড়েছি খুব ক'ষে,
কয়লাশেষের ফুলকি থামেনি তো ;
উড়ে-চলার চঞ্চুতে উদ্ধৃত
তিন বছরে তিনটি পড়ে খ'সে।

পলায় পাখি, থাকে ডানার হাওয়া ;
দেনার দায়ে হৃদয় করে ধাওয়া।

বাঁধিয়ে নেবো, কলপ দেবো চুলে,
অল্প আঁচে কষ্ট কেন সেঁকি ?
—বরং থাকি, সব ইতিহাস ভুলে

শূন্য শিশি ধ্বংস ক'রে যেদিন
গন্ধ হ'য়ে জ্বলবো আমি, স্বাধীন,
ঠাণ্ডা, রোগা, ঝকঝকে আর মেকি !

প্রথম পংক্তির সূচি